গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়
চবক শাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
(www.mos.gov.bd)

বিষয়ঃ চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ (চবক) এর উন্নয়ন, আর্থিক ও প্রশাসনিক সংক্রান্ত বিষয়ে অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি	:	জনাব খালিদ মাহ্‌মুদ চৌধুরী, এম.পি মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়।
সভার তারিখ	:	১১-০৯-২০২২খ্রি.।
সভার সময়	:	সকাল ১০.০০ ঘটিকা (জুমে)
স্থান	:	নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষ
উপস্থিতি	:	পরিশিষ্ট 'ক' দ্রষ্টব্য।

সভাপতি সভাকক্ষে উপস্থিত নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের সচিব, সংশ্লিষ্ট উইং এর কর্মকর্তাবৃন্দ এবং জুম প্লাটফরমে সংযুক্ত চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান ও অন্যান্য কর্মকর্তাদের স্বাগত জানান। সভায় চট্টগ্রাম বন্দরের গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রম এবং পূর্ববর্তী সভার সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি আলোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনা শেষে নিম্নরুপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ঃ

বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত
১। কর্ণফুলী নদীর সদরঘাট হতে বাকলিয়ার চর পর্যন্ত ড্রেজিং এর মাধ্যমে নাব্যতা বৃদ্ধি।	চবক প্রতিনিধি জানান, ইতোমধ্যে প্রকল্পের ক্যাপিটাল ড্রেজিং অংশের ৯৫% ড্রেজিং কাজ সমাপ্ত হয়েছে। চলতি সেপ্টেম্বর ২০২২ মাসের মধ্যে ক্যাপিটাল ড্রেজিং অংশ সমাপ্ত হবে। চুক্তি মোতাবেক আগামী ০৩ বছর সংরক্ষণ ড্রেজিং কাজ চলমান থাকবে।	চলতি সেপ্টেম্বর ২০২২ তারিখে ক্যাপিটাল ড্রেজিং অংশ সমাপ্ত হওয়ার পর চুক্তি মোতাবেক পরবর্তী ০৩ বছর সংরক্ষণ ড্রেজিং যথাযথভাবে সম্পাদন করতে হবে।
২। শূন্য পদ পূরণ।	১। চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ বিধি মোতাবেক বিভিন্ন শূন্যপদে নিয়োগ কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে। গত ১২-০৪-২০২১ ইং তারিখ হতে অদ্যবধি চবক-এর বিভিন্ন পদে ৫৯ জন কর্মকর্তা/কর্মচারী নিয়োগ দেয়া হয়েছে। ২। চবক-এ সাধারণতঃ নিরাপত্তা রক্ষী, ফায়ার ফাইটার ও সহকারী উপ-পরিদর্শক পদে প্রার্থী নির্বাচনের জন্য পর্যায়ক্রমে ফিজিক্যাল টেস্ট (শারীরিক যোগ্যতা যাচাই), লিখিত পরীক্ষা ও মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ করে নিয়োগ সম্পন্ন করা হয়। ভবিষ্যতে পদ শূন্য হলে সংশ্লিষ্ট পদের প্রার্থী সংখ্যা, সময় ব্যয়, আর্থিক খরচ ইত্যাদি সকল দিক বিবেচনা করে যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে জেলা/বিভাগে চবক ফিজিক্যাল টেস্টের মত পরীক্ষাগুলো নেয়ার ব্যাপারে উদ্যোগ নেয়া হবে। ৩। পদ ভিত্তিক জেলা কোটা হিসাব করে সরকারি নির্দেশ মোতাবেক যথাযথ ব্যবস্থা নেয়া হবে। ৪। সকল নিয়োগের পূর্বে চবক যথারীতি মন্ত্রণালয়ের ছাড়পত্র গ্রহণ করছে এবং ভবিষ্যতে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিতে কোটা উল্লেখ করা হবে।	১। চবক এর বিভিন্ন পদের নিয়োগের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট পদ/গ্রেড ভিত্তিক শূন্য পদের সংখ্যা, জেলা ওয়ারী প্রার্থীর সংখ্যা, প্রার্থীর যোগ্যতা, প্রার্থীর বিবরণ, প্রার্থীর অভিজ্ঞতা, মোট সময় ব্যয়, মোট আর্থিক ব্যয়, পরীক্ষা নেয়ার জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক কর্মকর্তা ও কর্মচারী ইত্যাদি বিবেচনায় নিয়ে এবং তা সম্ভব (Feasible) বলে বিবেচিত হলে যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে জেলা/বিভাগ পর্যায়ে চবক ফিজিক্যাল টেষ্টের মতো পরীক্ষাগুলো নেয়ার বিষয়ে উদ্যোগ নিবে। ২। নিয়োগ কার্যক্রম দ্রুত গতিতে অব্যহত রাখতে হবে।

বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত
৩। পোর্ট একসেস রোড	ঢাকা ও চট্টগ্রাম বন্দর থেকে বে টার্মিনালে যাতায়াতের একমাত্র রাস্তা হল পোর্ট একসেস রোড। এই রাস্তাটির মালিকানা সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের। রাস্তাটি সর্বমোট ১৪ কিলোমিটার। রাস্তাটির মধ্যে চট্টগ্রাম বন্দর থেকে বে টার্মিনাল পর্যন্ত প্রায় ৬ কিলোমিটার অংশে শুধু মাত্র চট্টগ্রাম বন্দরে আগত এবং বন্দর থেকে বহির্গত যানবাহন গমনাগমন করে। ফলশ্রুতিতে রাস্তাটির উল্লেখিত অংশ চট্টগ্রাম বন্দরের নিকট হস্তান্তর করার জন্য বিভিন্ন দফায় নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরকে অনুরোধ জানানো হয়। তারই পরিপ্রেক্ষিতে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয় এবং সেখানে নিম্নমতে সিদ্ধান্ত হয়ঃ "চট্টগ্রাম পোর্ট একসেস রোডটি চট্টগ্রাম বন্দরের নিকট হস্তান্তরের বিষয়ে সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের অতিরিক্ত সচিব ও সংশ্লিষ্টদের নিয়ে চট্টগ্রাম পোর্ট এক্সেস রোড এবং এন-১ এর সংশ্লিষ্ট সাইট সমূহ সরেজমিনে পরিদর্শন করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন"। তদপ্রেক্ষিতে সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ কে চট্টগ্রাম পোর্ট এক্সেস রোড পরিদর্শন করার জন্য সর্বশেষ নৌপরিবহন মন্ত্রনালয়ের মাধ্যমে অনুরোধ জানানো হয়। বর্তমানে পোর্ট এক্সেস রোডটি সওজ বিভাগের আওতায় এডিবি অর্থায়নে ৬+১ লেনে উন্নীত করার কাজটি চলমান। উক্ত রাস্তা থেকে বে-টার্মিনালের কানেকটিভিটি একই প্রকল্পে অন্তর্ভূক্ত থাকবে। তাছাড়া, চবক থেকে বে-টার্মিনাল পর্যন্ত একটি সরাসরি ফ্লাইওভার নির্মাণের জন্য স্থান বরাদ্দ রাখা হবে।	সড়ক ও জনপথ বিভাগ পোর্ট এক্সেস রোডটি নির্মাণের সময়ে ভবিষ্যতে ফ্লাইওভার নির্মাণের সংস্থান রেখে ডিজাইন করত: ৬ লেইনে উন্নীত করবে। উক্ত রাস্তার সাথে তারা বে-টার্মিনালের কানেক্টিভিটি স্থাপন করবে। এ বিষয়ে চবক সড়ক ও জনপথ বিভাগের সাথে যোগাযোগ অব্যহত রাখবে।
৪। ট্যারিফ শিডিউল।	পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক দাখিলকৃত Final Tariff Proposal-New Tariff Book চবক এর স্টেকহোল্ডারদের নিয়ে চূড়ান্ত করার লক্ষ্যে গত ২৭/৪/২০২২ তারিখে Workshop অনুষ্ঠিত হয় এবং ২৮/৪/২০২২ তারিখে Final Report (Draft) দাখিল করা হয়। উক্ত Draft Final Report এর বিষয়ে চবক এবং স্টেকহোল্ডার কর্তৃক কতিপয় Observation উত্থাপিত হয়েছে যা ইতোমধ্যে পরামর্শক প্রতিষ্ঠান বরাবর প্রেরণ করা হয়েছে। স্টেকহোল্ডার এবং চবক কর্তৃক উত্থাপিত Observations নিষ্পত্তি করার লক্ষ্যে পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের মন্তব্য এবং পরবর্তী করণীয় সম্পর্কে ১০/৮/২০২২ তারিখে চেয়ারম্যান, চবক মহোদয়ের সভাপতিত্বে চবক এর সংশ্লিষ্ট বিভাগসমূহের সমন্বয়ে চবক বোর্ডরুমে সভা অনুষ্ঠিত হয়। সর্বশেষ গত ১১/০৯/২০২২ তারিখে পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের সাথে রিপোর্ট চূড়ান্তকরণের জন্য চবক এর চেয়ারম্যান মহোদয়ের সভাপতিত্বে ও অন্যান্য বিভাগীয় প্রধানগণের উপস্থিতিতে আলোচনা করা	ট্যারিফ proposal finalize করে দ্রুত মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।

বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত
	হয়। উক্ত আলোচনার ভিত্তিতে অচিরেই পরামর্শক প্রতিষ্ঠান তাদের চূড়ান্ত রিপোর্ট দাখিল করবেন এবং উক্ত রিপোর্ট চবক বোর্ডে অনুমোদন হওয়ার পর সরকারি অনুমোদন প্রাপ্তির লক্ষ্যে নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হবে। উল্লেখ্য, সম্প্রতি জ্বালানি তেলের দাম বৃদ্ধির ফলে চবকের রাজস্ব উদ্বৃত্তে যে নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে তা অন্তর্বর্তীকালীন সময়ের জন্য সমন্বয়ের লক্ষ্যে কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে একটি কমিটি গঠন করা হয়। কমিটি ইতোমধ্যে তাদের রিপোর্ট প্রদান করেছে। রিপোর্ট চবক বোর্ড সভায় অনুমোদিত হওয়ার পর তা নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হবে।	
৫। বে-টার্মিনাল নির্মাণের জন্য ভূমি অধিগ্রহণ।	৮০৩ একর জমি অধিগ্রহণের বিপরীতে জেলা প্রশাসন চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের নিকট জমির ক্ষতিপূরণ বাবদ ৩,৬০০/- কোটি টাকা দাবি করে। উক্ত টাকা পরিশোধের সামর্থ্য চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের নেই। বিধায় চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ আলোচ্য ৮০৩ একর খাস জমি নামমাত্র বা প্রতিকী মূল্যে হস্তান্তরের অনুরোধ জানায়। সেই পরিপ্রেক্ষিতে ভূমি মন্ত্রণালয় ৩১শে মে' ২০২২ তারিখের পত্রে ভূমি অধিগ্রহণের প্রস্তাব বাতিল করে 'বন্দোবস্ত' প্রস্তাব প্রেরণের সিদ্ধান্ত প্রদান করে। সে আলোকে চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ গত ০৯/০৬/২০২২ তারিখে আলোচ্য ৮০৩ একর খাস জমি নামমাত্র বা প্রতিকী মূল্যে বন্দোবস্ত প্রদানের জন্য জেলা প্রশাসন, চট্টগ্রাম বরাবরে প্রস্তাবনা প্রেরণ করে। জেলা প্রশাসন, চট্টগ্রাম সংশ্লিষ্ট ভূমি অফিস থেকে তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ করেছে। চট্টগ্রাম জেলা প্রশাসন ৮০৩ একর খাস জমি 'বন্দোবস্ত' প্রদানের প্রস্তাব চলতি সপ্তাহে ভূমি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করবে মর্মে জানা গেছে।	৮০৩ একর খাস জমি 'বন্দোবস্ত' প্রদানের প্রস্তাব চলতি সপ্তাহে ভূমি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে। এ বিষয়ে চবক জেলা প্রশাসনের সাথে সমন্বয় করবে।
৬। চট্টগ্রাম বন্দরে কন্টেইনারসহ পণ্য সংরক্ষণের জন্য সুবিধাদি সম্প্রসারণ	চট্টগ্রাম বন্দরে কন্টেইনার সংরক্ষণের জন্য ইয়ার্ডের সক্ষমতা ৪৯,০১৮ TEUs থেকে বৃদ্ধি করে প্রায় ৫৫,০০০ TEUs এ উন্নীত করা হয়েছে। খোলা পণ্য সংরক্ষণের জন্য পুরাতন শেডসমূহ সংস্কার করে নতুনভাবে সক্ষমতা বৃদ্ধি করা হয়েছে। সক্ষমতা বৃদ্ধির আরও কার্যক্রম চলমান রয়েছে। চট্টগ্রাম বন্দর অভ্যন্তরে প্রায় ৭,০০০ TEUs নিলামযোগ্য কন্টেইনার শুল্ক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিলামের অপেক্ষায় রয়েছে। উক্ত কন্টেইনারসমূহ যে পরিমাণ জায়গা দখলে রেখেছে তা অবমুক্ত হলে বন্দরের উৎপাদনশীলতা বহুলাংশে বৃদ্ধি পাবে। এছাড়াও ইয়ার্ড সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বন্দর অভ্যন্তরস্থ পুরাতন অকশন গোলা সরানোর জন্য শুল্ক কর্তৃপক্ষ এর আশু হস্তক্ষেপ কামনা করা হয়। বন্দরের সক্ষমতা বাড়াতে মন্ত্রণালয় সার্বিক সহযোগিতা প্রদান অব্যাহত রাখবে।	চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ বন্দরের ইয়ার্ড ও শেডের প্রয়োজনীয় সক্ষমতা বৃদ্ধিসহ অন্যান্য সক্ষমতা বৃদ্ধির কার্যক্রম চলমান রাখবে।

বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত
৭। চট্টগ্রাম বন্দরের নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদারকরণ।	ক) মে ২০২১ এ সম্পন্ন হওয়া ৯৯০টি ক্যামেরার সাথে আরও ২৫১টি ক্যামেরা সংযোজিত হয়ে বর্তমানে ১২৪১টি ক্যামেরা রয়েছে। বর্তমানে বন্দরের আনুমানিক ৯০% এলাকা CCTV এর আওতায় রয়েছে। উল্লেখ্য, নিরাপত্তা দপ্তরে স্থাপিত একটি State of the Art Command & Control Centre এর মাধ্যমে ২৪/৭ বন্দর সংরক্ষিত এলাকা মনিটরিং করা হয়ে থাকে। খ) আধুনিক PAS(Public Address System) এর মাধ্যমে প্রতিনিয়ত বন্দরের অভ্যন্তরে ঘোষণা এবং সচেতনতামূলক দিক নির্দেশনা প্রদান করা হচ্ছে। গ) বন্দরের সকল গেইটে আধুনিক এবং Biometric Access Control স্থাপনের মাধ্যমে প্রবেশাধিকার নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে। ঘ) চট্টগ্রাম বন্দরের ISPS Code বাস্তবায়নের লক্ষ্যে রপ্তানিমুখী গেইটে কন্টেইনার স্ক্যানার স্থাপন প্রকল্পের প্রাপ্ত দরপত্র মূল্যায়ন সমাপ্ত হয়েছে। চবক বোর্ডের অনুমোদনের পর নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হবে।	চট্টগ্রাম বন্দরের ISPS Code বাস্তবায়নের লক্ষ্যে রপ্তানিমুখী গেইটে কন্টেইনার স্ক্যানার স্থাপন প্রকল্পের কাজ তরান্বিত করতে হবে।
৮। মুক্তিযুদ্ধের মনুমেন্ট	মাতারবাড়ী গভীর সমুদ্র বন্দরের পাশাপাশি বে-টার্মিনাল নির্মাণের জন্য ভূমি বন্দোবস্ত ও নক্সা প্রণয়নের কাজ চলমান আছে। উক্ত কাজসমূহ সম্পাদনের পরে মুক্তিযুদ্ধের মন্যুমেন্ট নির্মাণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।	মুক্তিযুদ্ধের মনুমেন্ট ও বন্দর মিউজিয়াম নির্মাণ করার বিষয়ে চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ জায়গা নির্ধারনসহ প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করবে।
৯। কাস্টম ও শুল্ক বিভাগ কর্তৃক নিলামযোগ্য ও বিপজ্জনক পণ্যের ব্যবস্থাপনা/অকশন প্রক্রিয়া দ্রুতকরণ।	শুল্ক আইন ১৯৬৯ অনুযায়ী আমদানিকৃত মালামাল ডেলিভারি না নিলে ৩০ দিন পর তা নিলামযোগ্য হয়ে পড়ে। এরূপ মালামাল বন্দর কর্তৃপক্ষ নিয়ম অনুযায়ী শুল্ক কর্তৃপক্ষের নিকট বাই পেপারে হস্তান্তর করে থাকে। চট্টগ্রাম বন্দর অভ্যন্তরে ৩০ দিন অতিবাহিত হয়েছে এরূপ প্রায় ৭৫০০ TEUs এরও অধিক কন্টেইনার নিলামের অপেক্ষায় পড়ে রয়েছে। যার মধ্যে বিপজ্জনক পণ্যবাহী কন্টেইনারও রয়েছে। সম্প্রতি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে স্টেক হোল্ডারদের সাথে অনুষ্ঠিত সভার নির্দেশনা অনুযায়ী চট্টগ্রাম বন্দরে পড়ে থাকা নিলাম অযোগ্য মালামাল ধ্বংস করার লক্ষ্যে একটি টাস্ক ফোর্স গঠিত হয়। উক্ত টাস্ক ফোর্সের তত্ত্বাবধানে শুল্ক কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে ক্রাশ প্রোগ্রাম দিয়ে প্রায় ৪১ বক্স কন্টেইনারের মালামাল ধ্বংস করা হয়েছে। নিলাম ও ধ্বংস কার্যক্রম ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে শুল্ক কর্তৃপক্ষের অতিরিক্ত কর্মকর্তা নিয়োজিত করা প্রয়োজন উল্লেখ করে চট্টগ্রাম বন্দর হতে প্রয়োজনীয় লজিস্টিক সহযোগিতা প্রদান করা হবে মর্মে সভায় জানানো হয়। চট্টগ্রাম বন্দরের নিরাপত্তা সুরক্ষিত রাখতে এবং বন্দরের উৎপাদনশীলতা নিরবিচ্ছিন্ন রাখতে বিপজ্জনক পণ্যসহ সকল নিলামযোগ্য/ধ্বংসযোগ্য পণ্য দ্রুততার সাথে নিষ্পত্তির লক্ষ্যে মন্ত্রণালয় হতে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সাথে যোগাযোগ করে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।	(ক)চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ বন্দর অভ্যন্তরে পড়ে থাকা নিলামযোগ্য ও বিপজ্জনক পণ্য নিষ্পত্তির লক্ষ্যে শুল্ক কর্তৃপক্ষের সাথে প্রয়োজনীয় সমন্বয় করবে। (খ) এ বিষয়ে চবক হতে প্রস্তাব প্রেরণ করবে এবং তা দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় হতে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডকে অনুরোধ করা হবে।

বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত
১০. পুরাতন অকশন গোলা স্থানান্তর করে নতুন কাস্টম অকশন গোলা চালুকরণ।	চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ কর্তৃক স্টেডিয়াম সংলগ্ন প্রায় ৫ একর জায়গায় কাস্টমস অকশন শেড নির্মাণ করা হয়েছে। শুল্ক কর্তৃপক্ষ বন্দর অভ্যন্তরস্থ পুরাতন অকশন গোলা বন্দর কর্তৃপক্ষের নিকট হস্তান্তর করার কথা। বন্দর কর্তৃপক্ষ উক্ত পুরাতন অকশন গোলা ভেঙ্গে সেখানে কন্টেইনার ইয়ার্ড নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। ইতিমধ্যে উক্ত কাজের জন্য ঠিকাদারও নিয়োগ দেয়া হয়েছে। কিন্তু শুল্ক কর্তৃপক্ষ অকশন গোলাটি হস্তান্তরে বিলম্ব করায় ইয়ার্ড নির্মাণের কার্যক্রম শুরু করা যাচ্ছে না। পুরাতন অকশন গোলা বন্দর কর্তৃপক্ষের নিকট হস্তান্তরের জন্য শুল্ক কর্তৃপক্ষের নিকট নিয়মিত যোগাযোগ করা হচ্ছে। শুল্ক কর্তৃপক্ষ উক্ত গোলা সহসাই বন্দর কর্তৃপক্ষের নিকট হস্তান্তর করবে মর্মে জানায়। চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ শুল্ক কর্তৃপক্ষের সাথে সমন্বয় করে পুরাতন অকশন গোলা দ্রুত বুঝে নেয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। প্রয়োজনে নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় হতে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এর মাধ্যমে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।	চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ দ্রুত সময়ের মধ্যে পুরাতন অকশন গোলা শুল্ক কর্তৃপক্ষের নিকট হতে বুঝে নেওয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।
১১।আইসিডি অফডকগুলোতে স্পেস ও ইক্যুইপমেন্ট স্বল্পতা।	বেসরকারি খাতে প্রতিষ্ঠিত অফডকসমূহ শুল্ক কর্তৃপক্ষ হতে লাইসেন্স প্রাপ্ত এবং শুল্ক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত বন্ডেড এরিয়া। শুল্ক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রণীত বেসরকারি আইসিডি/সিএফএস নীতিমালা, ২০২১ এবং শুল্ক আইন, ১৯৬৯ অনুযায়ী মূলতঃ অফডকসমূহ পরিচালিত হয়ে থাকে। চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ লাইসেন্স নবায়নের ক্ষেত্রে শুল্ক কর্তৃপক্ষের চাহিদা হিসেবে অফডকসমূহের অনুকূলে শুধুমাত্র অনাপত্তি প্রদান করে থাকে। অফডকসমূহের স্পেস ও ইক্যুইপমেন্ট স্বল্পতা থাকলে তা পূরণের জন্য শুল্ক কর্তৃপক্ষ ব্যবস্থা নিতে পারে। প্রয়োজনে লাইসেন্স নবায়নের সময় বাধ্যবাধকতা আরোপ করা যেতে পারে। অফডকসমূহ পূর্ণাঙ্গ সক্ষমতা নিয়ে পরিচালিত হবে এই শর্তে লাইসেন্স প্রাপ্ত হয়ে থাকে। অফডকসমূহের সক্ষমতায় ঘাটতি থাকলে তা পূরণ করতে হবে। অন্যথায় শুল্ক কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে ব্যবস্থা নিতে হবে।	অফডকসমূহের সক্ষমতায় ঘাটতি থাকলে তা পূরণে শুল্ক কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
১২। চবক-এর চলমান উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের অগ্রগতি।	১। কর্ণফুলী নদীর সদরঘাট হতে বাকলিয়ার চর পর্যন্ত ড্রেজিং এর মাধ্যমে নাব্যতা বৃদ্ধি প্রকল্পের ক্যাপিটাল ড্রেজিং অংশের ৯৫% ড্রেজিং কাজ সমাপ্ত হয়েছে। চলতি সেপ্টেম্বর-২০২২ মাসের মধ্যে ক্যাপিটাল ড্রেজিং অংশ সমাপ্ত হবে। চুক্তি মোতাবেক একইসাথে আগামী ০৩ বছর সংরক্ষণ ড্রেজিং কাজ চলমান থাকবে। ২। চট্টগ্রাম বন্দরের ISPS Code বাস্তবায়নের লক্ষ্যে রপ্তানিমুখী গেইটে কন্টেইনার স্ক্যানার স্থাপন প্রকল্পের প্রাপ্ত দরপত্র মূল্যায়ন সমাপ্ত হয়েছে। চবক বোর্ডের অনুমোদনের পর তা নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হবে। ৩। চট্টগ্রাম বন্দরের বিভিন্ন ইয়ার্ড এবং টার্মিনালের জন্য প্রয়োজনীয় ইক্যুইপমেন্ট সংগ্রহ প্রকল্পের প্রকৃত অর্জন	প্রকল্প সমুহের কাজ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে ।

বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত
	২০২২-২৩ (জুলাই ২০২২ পর্যন্ত) নিম্নরুপঃ **ক) চট্টগ্রাম বন্দরে এসে পৌছেছে – মোট ১৬টি** ০৪টি কী গ্যান্ট্রি ক্রেন ০২টি ১০০ টন ক্ষমতা সম্পন্ন মোবাইল ক্রেন ০২টি ৫০ টন ক্ষমতা সম্পন্ন মোবাইল ক্রেন ০৬টি রাবার টায়ার্ড গ্যান্টি ক্রেন ০২টি কন্টেইনার মোভার **খ) শিপমেন্টের জন্য অপেক্ষমান – মোট ১৯টি** ০৫টি রাবার টায়ার্ড গ্যান্ট্রি ক্রেন ০৪টি লোডেড কন্টেইনার হ্যান্ডলিং রীচ স্ট্যাকার ০৪টি ৪০ টন ভেরিয়েবল রীচ ট্রাক ০২টি লগ হ্যান্ডলার/স্ট্যাকার ০৪টি ২০ টন ফর্কলিফট **গ) দরপত্র মূল্যায়নাধীন আছে – মোট ৬৯টি** ০৬ টি ০২ হাই স্ট্যাডেল ক্যারিয়ার ২১টি ৪ হাই স্ট্যাডেল ক্যারিয়ার ০২টি ৩০ টন মোবাইল ক্রেন ১২টি ২০ টন মোবাইল ক্রেন ০১টি ম্যাটেরিয়াল/মাল্টি হ্যান্ডলার ২৩টি ১০ টন ক্ষমতা সম্পন্ন মোবাইল ক্রেন ০২টি হেভী ট্রাক্টর ০২টি লো বেড ট্রেইলার ৪। মাতারবাড়ি বন্দর উন্নয়ন প্রকল্পের নির্ধারিত ০৩(তিন)টি প্যাকেজ তথা Pakage-1 (Civil Works for Port Construction), Pakage 2A (Cargo handling Equipment, TOS and Security System) এবং Pakage-2b (Tug Boats, Survey Boat, Pilot Boat and VTMIS) এর খসড়া দরপত্রের উপর JICA-এর No objection পাওয়া গেছে। ০৩(তিন)টি প্যাকেজেই ৩০ জুন ২০২২ ইং এর মধ্যে দরপত্র আহবান করা হয়েছে। ৩৯৭ মিটার South Mitigation Dike নির্মানের জন্য আমদানীকৃত মালামালের সিডি ভ্যাট ও কাস্টম শুল্ক/কর বাবদ CPGCBL বরাবর পুনঃ ভরনের লক্ষ্যে (ফেব্রুয়ারী'২২) ৭৪,০৬,৮৩,৯৯৭.৬৩ টাকা এবং (মে'২২) ৬৬,১৩,৫৪,৮৯২.৪৪ টাকা অর্থাৎ সর্বমোট ১৪০,২০,৩৮,৮৯০.০৭ টাকা পরিশোধ করা হয়েছে।	

বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত
	১ম পর্যায়ের ২৮৩.২৩ একর ভুমি অধিগ্রহণের জন্য জেলা প্রশাসক হতে সর্বমোট প্রাক্কলিত ১৬২.৫৮১৩ কোটি টাকা কক্সবাজার জেলা প্রশাসক বরাবরে পরিশোধ করা হয়েছে। ৩০/০৩/২০২২ তারিখে সরেজমিনে জমি চবক এর নিকট হস্তান্তর করা হয়েছে। ২য় পর্যায়ের ভূমি অধিগ্রহণের জন্য কনসালটেন্ট নিয়োগের লক্ষ্যে কাজ চলছে। ৫। পতেঙ্গা কেন্টেইনার টার্মিনাল নির্মাণ (PCT): প্রকল্পের আওতায় পূর্ত কাজসমূহ সেনাবাহিনীর ৩৪ ইঞ্জিনিয়ার কনস্ট্রাকশন ব্রিগেড এর মাধ্যমে অর্পিত ক্রয় কার্য হিসেবে সম্পাদন করা হচ্ছে। এ অংশের জন্য পিসিআর প্রণয়নের লক্ষ্যে যাবতীয় তথ্য উপাত্ত চেয়ে সেনাবহিনীকে পত্র দেয়া হয়েছে। তাদের তথ্য/উপাত্ত পাওয়া মাত্রই পিসিআর প্রণয়ন করে নৌপম-তে প্রেরণ করা হবে। পিসিটি প্রকল্পটি চবক-এর নিজস্ব অর্থায়নে সম্পাদন করা হয়েছে। সুতরাং প্রকল্প সম্পাদন কাজে সেনাবহিনী কর্তৃক ব্যবহৃত মালামালসমূহ চবক-এর নিকট হস্তান্তরের জন্য পত্রের মাধ্যমে অনুরোধ করা হয়েছে। ৬। দুইটি উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন (প্রতিটি ৫০০০বিএইচপি/৭০ টন বোলার্ড পুল) টাগ বোট সংগ্রহ প্রকল্পটি সমাপ্ত হয়েছে। পিসিআর প্রস্তুতের কাজ চলমান রয়েছে।	
১৩। চট্টগ্রাম বন্দরের আয়-ব্যয় সংক্রান্ত	সরকারি বিধান অনুযায়ী চবক এর উদ্বৃত্ত অর্থ যথাযথভাবে রক্ষণাবেক্ষণ নিশ্চিত করা হচ্ছে। ৩০/০৬/২০২২ ইং তারিখে বিভিন্ন ব্যাংকে বিনিয়োগকৃত মেয়াদি আমানতের পরিমাণ ৬১৬৯.২৮ (ছয় হাজার একশত উনসত্তর কোটি আটাশ লক্ষ) কোটি টাকা। এর মধ্যে রাষ্ট্রায়ত্ব ব্যাংকে ৪০৯৭.৯০ কোটি টাকা এবং বেসরকারি ব্যাংকে ২০৭১.৩৮ কোটি টাকা। বর্তমানে প্রতিটি বিনিয়োগ প্রস্তাব চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ আইন, ২০২২ এর ৩৫(৩) ধারা অনুসরণে চবক বোর্ডের সদস্যদের বরাবরে উপস্থাপন করা হয় এবং বোর্ড সদস্যগণের সম্মতিতে অর্থ মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা অনুসরণ করে তফশিলভূক্ত সরকারি এবং বেসরকারি ব্যাংকে বিনিয়োগ করা হচ্ছে।	এফডিআর এ রক্ষিত চবক-এর অর্থ সরকারি বিধি-বিধান অনুযায়ী যথাযথভাবে রক্ষণাবেক্ষণ নিশ্চিত করবে।
১৪। চট্টগ্রাম সমুদ্র বন্দরের পোর্ট লিমিটে অনুমোদনহীন বাল্কহেড চলাচল।	চট্টগ্রাম বন্দরের পোর্ট লিমিটে বাল্কহেড চলাচলের বিষয়ে অংশীজনদের সাথে বিগত ১৮/০১/২০২১ তারিখে সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক বিগত ১৮/০৭/২০২১ তারিখে নৌপরিবহন অধিদপ্তর কর্তৃক বাল্কহেডের চলাচল সংক্রান্ত বিষয়ে জরুরী নৌ বিজ্ঞপ্তি জারি করে আলোচ্য নৌযানসমূহের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বন্দরের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটের মাধ্যমে ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ করা হয়। এরই ধারাবাহিকতায় নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট, চবক কর্তৃক অবৈধভাবে চলাচলকারী বাল্কহেডসমূহের বিরূদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। সর্বশেষ	সংশ্লিষ্ট সকল কর্তৃপক্ষের সাথে সমন্বয় সাধন করে চট্টগ্রাম বন্দরের পোর্ট লিমিটে অনুমোদনহীন বাল্কহেড চলাচল সম্পূর্নরূপে বন্ধ করতে হবে।

বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত
	তথ্য মোতাবেক ০১/০৯/২০২২ তারিখ পর্যন্ত Inland Shipping Ordinance 1976 এর প্রযোজ্য ধারা মোতাবেক প্রায় শতাধিক বাল্কহেডের বিরূদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। উল্লেখ্য, প্রায় ৯৫ ভাগ আমদানি-রপ্তানির সাথে সংশ্লিষ্ট বন্দরটির পোর্ট লিমিটে বাণিজ্যিক ও অভ্যন্তরীণ জাহাজসমূহের নিরাপদ চলাচল ও অবস্থান নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে বাল্কহেডসমূহের চলাচল সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ করতে হলে নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়, নৌপরিবহন অধিদপ্তর ও কোস্টগার্ডের মাধ্যেমে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।	

০২। অতঃপর সভায় আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি উপস্থিত এবং অনলাইনে যুক্ত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষনা করেন।

স্বাঃ/-
তারিখঃ ০৬-১০-২০২২খ্রি.
(খালিদ মাহ্‌মুদ চৌধুরী, এম.পি)
প্রতিমন্ত্রী
নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়।

নং- ১৮.০০.০০০০.০২১.০৬.০২৭.১৭.২২৪

তারিখঃ ১০-১০-২০২২খ্রি.।

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় কার্যার্থে অনুলিপি প্রেরণ করা হলো (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়):

১) চেয়ারম্যান, চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ, চট্টগ্রাম
২) অতিরিক্ত সচিব, উন্নয়ন অনুবিভাগ, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়।
৩) অতিরিক্ত সচিব, বন্দর অনুবিভাগ, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়।
৪) যুগ্মসচিব (উন্নয়ন), নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়।
৫) যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা), নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়।
৬) যুগ্মসচিব (চবক), নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়।
৭) মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর একান্ত সচিব, মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর দপ্তর, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়।
৮) সচিবের একান্ত সচিব, সচিব এর দপ্তর, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়।
৯) সিস্টেম এনালিস্ট/প্রোগ্রামার, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় (ওয়েবসাইটে প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হলো)।

০৮/১০/2022
মোহাম্মদ জাহিদুল ইসলাম মিঞা
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোন: ৯৫৭০৬৪৫